যুগান্তর

তারিখ ... 08.OCT. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৪ ......

অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে জবির প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা

শিক্ষক সমিতিকে বহিষ্কার করল 'ফেডারেশন'

ঢাবি বিশ্ববিদ্যালয় ও জবি প্রতিনিধি

অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের চলমান আন্দোলন নিয়ে প্রশাসন ও শিক্ষক সমিতির বিপরীতমুখী অবস্থানে এ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আগামীকাল শুক্রবারের 'বি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার্থীরাও দোটানায় ও দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত অমান্য করায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিকে 'ফেডারেশন' থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

জবি শিক্ষক সমিতির নেতারা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মর্যাদা, স্বতন্ত্র পে-স্কেল, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও উচ্চ শিক্ষা কমিশন গঠনের দাবিতে চলমান আন্দোলনের অংশহিসেবে জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান করে সমিতি। বুধবার বিকালের ওই সভা থেকে শিক্ষকদের দাবি আদায়ে চলতি শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষায় অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফেডারেশন ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে শিক্ষকদের **পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪**

পরীক্ষা : অনিশ্চিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দাবি মেনে নেয়া না হলে ১ নভেম্বর থেকে টানা কর্মবিরতির কর্মসূচি ঘোষণা করে। কিন্তু ফেডারেশনের এ সিদ্ধান্ত অমান্য করে আজ থেকে পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়ায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেত্রা তাদের সিদ্ধান্তের বিষয়টি ভিসিকে অবহিত করলে তিনি তা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। কিন্তু সমিতি তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে বলে জানায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমে জরুরি এক বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে আগামীকালের অনুষ্ঠিতব্য ভর্তি পরীক্ষা বহাল রেখেছে। এছাড়া আজ সকাল ১০টায় ভিসি একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভা আহ্বান করেছেন। দুই পক্ষের বিপরীতমুখী অবস্থানে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন।

এদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন থেকে বহিষ্কার করে ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'গত ১০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফেডারেশনের শৃংখলাবিরোধী কাজ করায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হল। ৭ অক্টোবর বুধবার থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল যুগান্তরকে বলেন, ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি 'ফেডারেশন' ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আন্দোলনে অংশ নেয়ার কথা। কিন্তু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি 'ফেডারেশনে'র সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে কর্মসূচি দেয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আবুল হোসেন যুগান্তরকে বলেন, তারা ফেডারেশনের সঙ্গেই আছেন। কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে তাদের শতভাগ সমর্থন ও অংশগ্রহণ রয়েছে। পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্তটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নিজস্ব কর্মসূচি। বহিষ্কারের বিষয়ে তিনি বলেন, এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। সামগ্রিক বিষয়ে জানতে চাইলে জবি ভিসি অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, প্রশাসন ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করেনি। আজ একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভা আহ্বান করা হয়েছে। এ সভাতেই পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।